কল্পবিজ্ঞান আর ফ্যান্টাসিতে আগামী সমাজের কাল্পনিক চিত্র

মেশিন এজ ডট কম

সুকুমার রুজ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পর্ব ১	গাইড	৯
পর্ব ২	কে-বি-টু	৬১
পর্ব ৩	গ্র্যান্ডফাদার	৮৪

গাইড

কোনও গলিঘুঁজির মধ্যে নয়; একদম মেন-রোডের ধারেই ওই যে টকটকে লাল রংয়ের বাড়িটা দেখছেন; ওটাই। সামনেই গ্লো-সাইন বক্সে লেখা রয়েছে — ভেনাস হিউম্যান লিম্ব সাপ্লায়ার্স প্রাঃ লিঃ। কেমন জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু চোখ ওখানে আটকে থাকতে পারছে না, তাই তো? আসলে, সামনে বিশাল কাচের সুইং-ডোরের মাথায় সেঁটে থাকা, ওই লেজার ডিসপ্লের চলমান লাল অক্ষরগুলো চোখ টেনে নিচ্ছে। ডিসপ্লে'তে কিছুক্ষণ চোখ রাখুন;চলমান ইংরেজি লেখাগুলো জানাচ্ছে — এখানে হার্ট, কিডনি, ফুসফুস, বুকের পাঁজর, মালাইচাকি প্রভৃতি পাওয়া যায়। জরুরী ভিত্তিতেও সরবরাহ করা হয়।

আরও অনেক কিছু তথ্য জানাবে ওই চলতে থাকা লাল অক্ষরগুলো। পরে দেখবেন সে সব। এবার এগিয়ে চলুন। কী হ'ল! আবার থেমে গেলেন যে! ও! ওই কাচের দরজার ভেতরে কালো বক্স-য়ের মধ্যে কিছু রং-বেরংয়ের আলোকেই চোখ বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছে তো! ফেলবেই। শুধুই রঙিন আলো তো নয়, ওই আলোগুলো হার্ট, লাং, কিডনি এ সবের ডিজাইনে তৈরি এবং তা জ্বলছে-নিভছে। চবিবশ ঘন্টা-ই ওগুলো জ্বলে-নেভে। দেখুন, সবগুলো জ্বলে উঠলে একটা মানবদেহের অবয়ব পাওয়া যাচ্ছে। যার শরীরের ভেতর লাল হৃদ্‌পিণ্ড, সবুজ ফুসফুস, নীল কিডনি এসব দেখা যাচ্ছে। বেশিক্ষণ অবশ্য চোখ রাখা সম্ভব হচ্ছে না ওই রং-বেরংয়ের আলোর খেলায়। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তাই না! বাধ্য হয়ে চোখ বিশ্রাম নিতে সরে গেল দেখছি বিউটিফুল লেডি-রিসেপশনিস্ট-য়ের দিকে। শুধু আপনার কেন, সকলেরই চোখ ওখানে আটকায়। কিন্তু যা ভাবছেন তা নয়; ওর ব্যাপারে পরে বলব, এখন এগিয়ে চলুন।

ওই যে, ভেতরে একপাশে, গ্লাস-সেপারেটরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকা লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? পুরো শরীরটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। ওর সামনে রাখা কম্পিউটারের মনিটর বুক অবধি আড়াল করে দিয়েছে। শুধু বিশাল মাথাওয়ালা মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। বেশ কালো মুখখানা। মোটা ভ্রূ আর কালচে পুরু ঠোঁটের মাঝে থ্যাবড়া নাক। থলথলে গাল। সব মিলিয়ে মুখখানা যেন গরিলার মুখ মনে হচ্ছে, তাই না! দেখতে অমন অসুন্দর হলে কী হবে; উনিই হচ্ছেন এই সুন্দর

সাজানো-গোছানো কনসার্নের প্রোপাইটার। ওঁরই নাম মিঃ কে.বি-টু; যাঁকে আপনি অ্যাংক্সাস্‌লি খুঁজছেন এবং কথা বলতে চাইছেন। যদিও আপনি আমাকে বলেননি কেন ওঁর সাথে কথা বলতে চাইছেন। না, না, আমি শুনতে চাইছিও না। আমরা গাইডরা কখনও কাস্টমারদের পারসোন্যাল ম্যাটারে নাক গলাই না।

কে. বি.-টু'র চোখ এখন মনিটরে। একমনে কী যেন করছেন! গেম খেলছেন নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখা যাক, উনি কী করছেন। এ কী! একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন! ও! বোঝা গেছে; মিঃ কে.বি-টুর সামনে টেবিলে রাখা ওই মোবাইল ফোন থেকে শব্দটা বেরোচ্ছে। ফোনের রিং-টোন ওটা। কিন্তু বি-টু ফোন রিসিভ করছেন না কেন? কী ব্যাপার?

ওহ্! রিসিভ করবেন কী করে! কানে আটকে থাকা ব্লু-টুথ-এ কথা বলছেন কারুর সঙ্গে। ডান হাতটা মাউসে। চোখদুটো মনিটরের স্ক্রিনে। মন দিয়ে কি কিছু একটা করছেন? আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক তো! দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিনে একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, ছক-কাটা ঘর। ছকের মাথায় লেখা কাস্টমার্'স্ অর্ডার টেবিল। মিঃ বি-টু মাউস ক্লিক করছেন আর স্ক্রিনের ছক-কাটা টেবিলে ফুটে উঠছে লেখাগুলো — ওয়ান পিস কিডনি, ব্লাড-গ্রুপ ও., আর. এইচ-পজেটিভ। দু'পিসেস কিড্‌নি, গ্রুপ-বি, নেগেটিভ। ওয়ান লিভার, টু লাংস, বিলো টোয়েন্টি এজ-এর। ফাইভ পেয়ারস্ আইজ। টোয়েন্টি ব্লাড-পাউচ, গ্রুপ-ও-পজেটিভ ...।

দেখছেন, স্ক্রিনে ছক-কাটা ঘরের মধ্যে একের পর এক বসে যাচ্ছে লেখাগুলো। এ রকম আরও কিছু নাম লিস্টেড হবে অর্ডার-টেবিলে। মিঃ বি-টু, মাউস আর আঙুলের কারসাজিতে, স্টক টেবিল থেকে নামগুলো সিলেক্ট করে এনে অর্ডার-টেবিলে পেস্ট করছেন। নিশ্চয় কসমিক নার্সিংহোমের অর্ডার এটা! সেম-ডে ডেলিভারি; আজকেই সাপ্লাই দিতে হবে। অর্ডার-লিস্টটা বেশ বড় মনে হচ্ছে, তাই না! বড় হবেই তো! কসমিক নার্সিংহোম শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় নার্সিংহোম যে! মিঃ বি-টুর বড় কাস্টমারদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই কসমিক। মাসে কয়েক কোটি টাকার অর্ডার দেয়। তাই ওর প্রায়রিটি বেশি। তবুও দেখুন, এর ফাঁকে কান্নার শব্দ ছড়ানো মোবাইল সেটটা ঝট্ করে হাতে তুলে নিলেন বি-টু। সেটের স্ক্রিনে চোখ ছুড়লেন মুহূর্তের জন্য। কলার-এর নাম দেখে নিয়ে বোতাম টিপে থামিয়ে দিলেন মোবাইল ফোনের কান্না। বিড়বিড় করলেন — অনেকদিন পর ডাঃ এস. ফিফ্‌টি কল করেছেন দেখছি। পরে ধরে যাবে, এখন থাক।

না-না, ডাঃ এস. ফিফটি খুব অর্ডিনারি কেউ নয়; উনি একজন বড় সার্জন। হার্ট স্পেশালিস্ট। ওঁর একটা হার্ট রিসার্চ সেন্টার আছে। গ্যালাক্সি হার্ট রিসার্চ সেন্টার।

নাম গালভরা হলেও রিসার্চ-টিসার্চ কিস্যু হয় না ওখানে। টুকটাক হার্টের ট্রিটমেন্ট, বাইপাস সার্জারি, অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি এসব হয়। কখনও সখনও দু'একটা হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন হয়। তবে, এস. ফিফটির হাতটা খুব শার্প। স্ক্যালপেল, ফরসেপ চালান রোবটের মতো। কিন্তু ওঁর লাক ফেভার করে না। তাই পেসেন্ট কম। মাঝে-সাঝে দু-একটা হার্টের অর্ডার দেন ডাঃ এস-ফিফটি। তার জন্য উনি আবার টোয়েন্টি পারসেন্ট কমিশন নেন। অন্যরা নেয় টেন পারসেন্ট। উনি আবার 'কমিশন' শব্দটা শুনলে রেগে যান। বলেন — কমিশন নয়, 'অনরেরিয়াম'। ডাক্তারের একটা সম্মান নেই!

তা শুনে মিঃ বি-টু মজা করে বলেন জানেন! বলেন, 'আপনার 'হনরেরিয়াম' পাঠিয়ে দিচ্ছি।' আর, টাকাগুলো ফোন-পে করতে করতে ভাবেন — যাক্ গে, টাকাগুলো নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে তো আর যাচ্ছে না। কমিশন বলো, আর অনরেরিয়াম বল, যাবে তো পেসেন্ট-পার্টির পকেট থেকে।

এখন ডাঃ এস-ফিফটি ফোনে বি-টুকে ধরতে চাইছেন কেন কে জানে! হার্ট-ফাটের দরকার পড়েছে বোধহয়। জরুরী ব্যাপারও হতে পারে। মিঃ বি-টুর উচিত ছিল কলটা রিসিভ করা, তাই না! আসলে, কাস্টমার-হিসেবে ডাঃ এস্ ফিফটি ছোট তো!

ওই যে, মাউস টিপে ব্যাক-পেজ ডিসপ্লে করলেন। কসমিক নার্সিংহোমের অর্ডার নেওয়া শেষ হ'ল মনে হচ্ছে। পুরো লিস্টটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন এখন। স্ক্রিনে স্টক টেবিল ডিসপ্লে করে মিলিয়ে দেখে নিচ্ছেন, অর্ডার নেওয়া লিস্টের মধ্যে কোন্ জিনিসটা এই মুহূর্তে স্টকে নেই। সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে তো! স্টকে না থাকলে ফার্ম হাউস থেকে লাইভ-মাল নিয়ে এসে কেটে-কুটে রেডি করা। ফার্ম হাউসের কিডির সঙ্গে এজ-এ না মিললে আবার ফ্রেশ-কিডি কালেক্ট করার ট্রাব্‌ল্। ব্যবস্থা অবশ্য সবই আছে। জনা-পাঁচেক কিডি-কালেকটর নিয়োগ করা আছে। ভেতরে ভেতরে দু'একটা অরফ্যানেজ ও অ্যাসাইলাম এর সঙ্গেও যোগাযোগ আছে।

না-না, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ব্যবসা চালাতে গেলে এসব ব্যবস্থা রাখতেই হয়। এমার্জেন্সি হিউম্যান লিম্ব সাপ্লাই ব'লে কথা। দেরিতে সাপ্লাই দিলে তো চলবে না। অনেক সময় তো অপারেশন-টেবিলে রোগি তোলার পর আর্জেন্ট অর্ডার পাঠায় ডাক্তার। তার ব্যবস্থা তো রাখতে হয়।

এই তো গত সপ্তাহে জুপিটার নার্সিংহোমের ডাঃ এস. নাইনটিন আধঘন্টার মধ্যে দুটো ফ্রেস অ্যাডাল্ট ফুসফুস চাইলেন, ফোনে। আর্টিফিসিয়াল লাং অনেকেই ব্যবহার করতে চায় না। তাই ...। কিন্তু সেদিন দু'খানা ফার্ম হাউসের কোনওটাতেই অ্যাডাল্ট-স্টক ছিল না। দু'একটা যা আছে বুড়ো-ধুরো। তাদের ফুসফুস দিলে ডাক্তার ঠিক বুঝে যাবে। রেপুটেশন নষ্ট হবে। বাচ্চার ফুসফুসও দেওয়া যায় না। তাই একটা অ্যাসাইলামের শরণ নিতে হল। দিন দুয়েক হ'ল, পুলিশ একটা

ভ্যাগাবন্ডকে অ্যাসাইলামে দিয়ে গিয়েছিল ফুটপাত থেকে তুলে এনে। বেশ তাগড়া চেহারা। নাম-ঠিকানা অজানা। সেই আনকোরা মালটাকে ফুড সাপ্লাই দেওয়ার গাড়িতে লুকিয়ে ভরে, বের করে আনা হ'ল অ্যাসাইলামের বাইরে। তারপর তাকে গাড়িতে তুলে সার্জিক্যাল চেম্বারে নিয়ে গিয়ে কেটেকুটে লাংস্ বের করতে আর কতক্ষণ। মাত্র তিন মিনিট লেট হয়েছিল মাল ডেলিভারি দিতে। অ্যাসাইলামের ম্যানেজার সুযোগ বুঝে দাঁওটা ভালই মেরেছিল। কিন্তু মিঃ কে-বি-টুর প্রফিট একটু কম হয়েছিল। এই আর কী! তবে হার্ট, কিডনি এসব প্রিজার্ভ করা হয়েছিল। বিক্রি হলে পুষিয়ে যাবে। ভাবছেন, আমি এত কথা জানলাম কী করে! আমি আগে এখানকার স্টাফ ছিলাম। ছেড়ে দিয়ে এখন 'গাইড' হয়েছি। সে জন্যেই ...।

ওই যে বি-টু আড়মোড়া ভাঙছেন। তার মানে অর্ডার-টেবিলের সঙ্গে স্টক-টেবিল ট্যালি করা হয়ে গেল। একটা 'ও' পজেটিভ গ্রুপের কিডনি কম পড়েছে মনে হচ্ছে! তাই লাইনটা রিভার্স মেরে হাইলাইট করা আছে! সেজন্য ফার্ম হাউসের স্টক-টেবিল স্ক্রিনে নিয়ে এলেন দেখছি। জ্যান্ত মাল এনে কিডনি বের করা হবে। কার পেটে ছুরি পড়ে আজ কে জানে!

আরে! বাচ্চাটা আবার কান্না শুরু করল যে! টিপিক্যাল সাউন্ড।

... হ্যাঁ— হ্যাঁ, এই বেবি-ক্রাই রিংটোনটা নাকি ওঁর খুব ভাল লাগে! উনি বলেন, কেমন এক পিকিউলিয়ার সেনসেশন্ হয়! বুকের ভেতর কেমন টিংক্লিং হয়। কিসের জন্য যে এমন হয়, তা অবশ্য বলেন না। তবে ভাল যে লাগে এটা ঠিক। তাই ইন্টারনেট থেকে এটাকে ডাউন লোড ক'রে, সিলেক্ট ক'রে রেখেছেন। ওই যে, ইচ্ছে করে এতক্ষণ বাজতে দিচ্ছেন শুনতে ভাল লাগার জন্য। নিশ্চয় ডাঃ এস-ফিফটির ফোন। একটু আগেই তো কল করেছিলেন উনি। তখন রিসিভ করেননি। আর একটু কাছে যাওয়া যাক। কার ফোন, কী বলছেন শোনা যাক।

হ্যাঁ, বলুন ডাক্তার এস-ফিফটি, আপনার জন্য কী করতে পারি?

একটু আগে ফোন করলাম, কেটে দিলেন কেন?

স্যরি-স্যরি! আসলে, তখন অন্য একটা আর্জেন্ট ফোনে এন্‌গেজ্‌ড্ ছিলাম। বলুন কী খবর!

বলছিলাম, একটা হার্ট চাই। আর্জেন্ট। পনের বছরের মেলচাইল্ড।

পনের বছরের মেল! গ্রুপ কী?

গ্রুপ-ও, আর এইচ পজেটিভ। এইচ.এল.এ. অব্ টিস্যু ম্যাচ না করলেও চলবে। আজকাল একটা লিথিয়াল ইনজেকশান মেরে দিলেই টিস্যু-গ্রুপ বদলে যায়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই দিতে হবে পজেটিভ্‌লি।

দু'ঘন্টার মধ্যে! ইম্‌পসিব্‌ল্ ! আমার স্টকে এই মুহূর্তে কোনও হার্ট নেই।

আরে মিস্টার! স্টকে না থাকে তো ফার্ম হাউস থেকে লাইভ চাইল্ড আনিয়ে, কেটেকুটে দিন না। দাম ভাল পাবেন। পার্টি সলিড আছে।

সে তো বুঝলাম, পার্টি সলিড আছে। কিন্তু ...। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ফার্ম হাউসের স্টক দেখে বলছি, যদি কোনওটার সঙ্গে ম্যাচ করে।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি দেখুন। দেখে আমাকে রিং ব্যাক করুন। দামের জন্য ভাববেন না। ওয়ান ক্রোড় অবধি ডান হবে পার্টি।

ডক্টর! ছাড়বেন না, শুনুন, শুনুন। স্টকে থাকলে এক ক্রোড় লাগবে না, রিজনেবল্ প্রাইসেই পাবেন। কিন্তু ফার্ম-হাউসের চাইল্ডগুলোর কোনওটার সঙ্গে যদি গ্রুপ ম্যাচ না করে; তাহলে ফ্রেশ কিডি কালেক্ট করতে হবে রিফিউজি কলোনি থেকে। তাতে একটু সময় লাগবে। দামও বাড়বে।

একটু মানে কতক্ষণ?

তা ধরুন ঘন্টা চারেক তো লাগবেই।

ঠিক আছে, পেসেন্ট ভেন্টিলেশনে আছে। আপনি যদি কনফার্ম করেন, তাহলে আর অন্য লিম্ব সাপ্লায়ার্স-এ ট্রাই করব না।

আপনি তো জানেন স্যার, ভেনাস হিউম্যান লিম্ব সাপ্লায়ার্স-এর সঙ্গে কথা বললে, আর কোথাও ট্রাই করার প্রয়োজন হয় না।

দ্যাট্স্ গুড। আপনি রিং করুন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিব্ল্। ছাড়ছি।

দেখলেন, মিঃ বি-টু মোবাইল ফোনের সুইচটা অফ্ করলেন হাতটা কেমন অদ্ভুত এক কায়দায় ঝাঁকুনি দিয়ে। এটা ওঁর উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। দেখুন ওঁর ঠোঁটের কোণের হাসিটা এবার কেমন ছড়াচ্ছে। গোলাপী ছোপ ধরা কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দু'একটা ঝকঝকে সাদা দাঁত উঁকি মেরে আবার লুকিয়ে পড়ছে। ওঁর মনের মাঝে এখন নিশ্চয় ছড়াচ্ছে ডাঃ এস. ফিফটির ওই কথাটা — 'দামের জন্য ভাববেন না। ওয়ান ক্রোড় অবধি ডান হবে পার্টি।'

মিঃ বি-টুর মনে পুলক-জাগার কারণটা জানতে চাইছেন তো! আসলে, সকালে এসে কম্পিউটার অন করে নিজে স্টক মিলিয়েছেন উনি। দু'টো রিটেল কাউন্টার ও দুটো ফার্ম-হাউসের স্টক দেখে নেওয়া ওঁর রুটিনমাফিক কাজের মধ্যেই পড়ে। নিশ্চয় ওঁর ফার্মহাউসের স্টকে ওই বয়সী মেল-চাইল্ড আছে। তার সঙ্গে গ্রুপও মিলে গেছে হয়তো! হার্টের গ্রুপটা কী যেন! হ্যাঁ, 'ও' পজেটিভ। এদিকে কসমিক নার্সিংহোমের অর্ডার লিস্টের একটা কিডনি শর্ট আছে। তার গ্রুপও ও-পজেটিভ। অর্থাৎ ওই বাচ্চাটা কাটলেই ওদিকের কিডনি আর এদিকের হার্ট দুটো মালই রেডি। যখন জানা গেছে হার্টের পার্টি মালদার, তখন দাঁওটাও জানদার মারতে হবে তো! তাই একটু খেলিয়ে তুলতে হবে। ওঁর মনের মধ্যে এখন এই খেলা চলছে। তাই এত উচ্ছ্বাস।